যুগান্তর

তারিখ 21 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার বর্ধিত ফি প্রত্যাহার হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের বিষয়টি অপরিবর্তিত থাকছে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর পরীক্ষার ফরম পূরণ ফি ৫০ ভাগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একইসঙ্গে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ছাত্রছাত্রীর কোটাও বাড়িয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দেশব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা এ ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। এ অবস্থায় সরকার ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় এনেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বুধবার যুগান্তরকে জানান, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের আর্থিক সক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এবার স্থগিত করা হবে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য প্রাথমিক শিক্ষার মানউন্নয়ন এবং অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানে উন্নীত করা। এ বিষয়কে সামনে রেখেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তবে আর্থিক ব্যাপারে অধিদফতর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি।

ফি বাড়ানোর নতুন সিদ্ধান্তের কারণে আগামী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ফি নির্ধারিত হয়েছিল ৬০ টাকা। এর আগে এই ফি ছিল ৪০ টাকা। আর সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর ৪০ ভাগ পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক উপজেলায় অবস্থিত মডেল স্কুল এবং পিটিআই সংলগ্ন স্কুলগুলোর সব শিক্ষার্থীকেই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। সর্বশেষ মোট শিক্ষার্থীর ৩০ ভাগকে এই পরীক্ষায় বসানোর নিয়ম ছিল।

পরীক্ষার বিভিন্ন উপকরণের দাম এবং আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধির কারণে ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। আর শিক্ষার্থীর মান যাচাই এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোটার হিসাবে বাড়ানো হয়। অধিদফতরের মহাপরিচালক নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বুধবার অধিদফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশ না করে একাধিক কর্মকর্তা জানান, সরকার যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সেক্ষেত্রে বাড়তি খরচও সরকার সংস্থান করবে। এ ব্যাপারে অধিদফতর সিদ্ধান্ত কেবল বাস্তবায়ন করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মোট ১১ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড, বেসরকারি নন-রেজিস্টার্ড, এক্সপেরিমেন্টাল (পিটিআই সংলগ্ন), ইবতেদায়ী, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত, কমিউনিটি, মাদ্রাসা সংলগ্ন ইবতেদায়ী, নিম্নমাধ্যমিক বা মাধ্যমিক সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্যাটেলাইট। সব মিলিয়ে মোট প্রতিষ্ঠান আছে ৮৬ হাজার ১৯৮টি। এগুলোতে মোট শিক্ষার্থী আছে ১ কোটি ৬২ লাখ ১৩ হাজার ৬৫৮ জন; যাদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ২২ লাখ ৩১ হাজার ৫৭৫ জন। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ ধরনের বিদ্যালয় বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। বর্তমানে সারাদেশে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪৫ হাজার প্রাথমিক বৃত্তি দেয়া হয়। ১৮ আগস্ট সরকারি এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী শিক্ষাবর্ষে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকেও বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে উপদেষ্টা জানান, যেসব কিন্ডারগার্টেন রেজিস্ট্রেশন করেছে, তারাই এই ঘোষণার সুবিধাপ্রাপ্ত হবে।